ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবো- শফিকুল আলম

ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গিকার করলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলম।

দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী একেএম শফিকুল আলম। তার প্রতীক কাপ পিরিচ। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুরের দিকে তার নিজ বাসভবনে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিং দিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।

এসময় তার ভাই স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা ইছার উদ্দীন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রভাষক মুরাদ হোসেন, আব্দুল বারী, মনিরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, আব্দুল ওয়াদুদ, প্রধান মন্ত্রীর ফটো সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম কল্লোলসহ কয়েকজন কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান প্রার্থী এ কে এম শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনে প্রচারনা শুরু হবার পর আমি লক্ষ করলাম, প্রচার প্রচারনায় ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে যতটুকু লড়াই করতে হচ্ছে তার চেয়ে বেশি লড়াই করতে হচ্ছে একটি সিন্ডিকেটের সাথে। আগে নির্বাচন করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা ছিলো না যে, আগে সিন্ডিকেটের সাথে পরে প্রার্থীদের সাথে লড়াই করতে হবে। লড়াই আমাকে দুটো করতে হচ্ছে। আমাকে সিন্ডিকেট ও প্রার্থীদের সাথে এক সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। যা অন্যরা শুধু প্রার্থীদের সাথেই করছে। আবার দীর্ঘদিনের চেনা মানুষকে মাঝে মাঝে অচেনা মনে হতে লাগলো। আমি লক্ষ করলাম ভোটের লড়াই ও সিন্ডিকেটের লড়াই দুটো লড়াই এক সাথে করা যাবেনা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি একটা লড়াই জাগি রাখবো একটা লড়াই বন্ধ করবো। তাই আমি ভোটের লড়াই থেকে সরে যাচ্ছি তবে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই আমি চালিয়ে যাবো। এজন্য

আমি নির্বাচন থেকে সরে গেলাম এটাই ফাইনাল কথা। আমার যারা শুভাকাঙ্খী আছেন, তাদের একটা কথাই বলবো এই নির্বাচনে সিন্ডিকেট যেদিকে থাকবে, আমার এবং আমার প্রিয় মানুষগুলো তার বিপক্ষে থাকবে। আমি সিন্ডিকেট বিরোধী ছিলাম এবং আগামীতে থাকবো। আপনারা আমার কথাটার মানে বুঝে সেইভাবে আপনাদের অবস্থান নেবেন।আগামী দিনে ভাল কিছইু হবে।

তিনি আরও বলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনজন ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী পৌরমেয়র আহমেদ আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছি।

আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও আপনাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিনি। আপনাদের সাথে সম্পর্ক আমার আগের মত অটুট থাকবে। আপনাদের পাশে থাকবো। বিপদে আপদে আগে যেমন ছিলাম, ভবিষ্যাতেও থাকবো। তেমন কোনো পরিবর্তন হবেনা।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের গাংনীতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করলেও মজিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন প্রত্যাহার করে নেন। পরে গতকাল রবিবার (১২ এপ্রিল) পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা ও ১৩ এপ্রিল সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ৫ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী ও ৬ জন ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন চেয়ারম্যান প্রার্থী লাইলা আরজুমান শিলা

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে ঘোষণা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন দোয়াত কলম প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী লাইলা আরজুমান বানু শিলা।

আজ রবিবার (১২ মে) বিকেলে লাইলা আরজুমান বানু শিলা তার গাংনীস্থ বাসাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।

চেয়ারম্যান প্রার্থী লাইলা আরজুমান বানু শিলার পক্ষে তার স্বামী সদ্য সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, “পারিবারিক কারনেই আমরা এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিচ্ছি।

তিনি বলেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগের একাধিক নেতা চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন। একাধিক প্রার্থী হওয়ায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে বিভ্রান্তি হচ্ছে। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে কিছুটা হলেও সেখান থেকে মুক্ত হবে দল। নেতা কর্মীরা তাদের পছন্দমত যে কোনো একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করবেন। সেই প্রত্যাশা নিয়ে একান্ত আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণেই এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিচ্ছি। আমরা চাই, গাংনীর আওয়ামীলীগ পরিবারের সকল নেতা কর্মী তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নিয়ে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। তাদের পছন্দ এবং যোগ্যতম নেতাকেই বেঁচে নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমার স্ত্রী লাইলা আরজুমান বানু শিলা গাংনীর জনপদে নারী জাগরণে ব্যাপক কাজ করেছেন।‘সামাজিক, রাজনৈতিক দিক বিবেচনা করে গাংনী উপজেলা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। নির্বাচনে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অনুরোধ করছি। এসময় গাংনী উপজেলা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক নজরুল ইসলাম, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাস্টারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক (আনারস), সাবেক চেয়ারম্যান এ কে এম শফিকুল আলম (কাপ পিরিচ), গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল (হেলিকপ্টার)

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো(কৈ মাছ), সাবেক উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মুকুল জোয়ার্দ্দার (শালিক পাখি)। এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান পদে, মো: ফারুক হাসান (টিউবওয়েল), মো: দেলোয়ার হোসেন মিঠু (তালা), মো: রেজাউল করিম (চশমা), এবং মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে, বর্তমান মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন (হাঁস), নাসিমা খাতুন (ফুটবল) ও জাকিয়া আক্তার (কলস) প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

চেয়ারম্যান প্রার্থী অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সংবাদ সম্মেলন

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন।

শনিবার (৪ মে) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে চেয়ারম্যান প্রার্থীর বড় বাজারস্থ নির্বাচনী অফিসে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ইব্রাহিম শাহীন বলেন, দলের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই নির্বাচনে কাউকে প্রভাবিত করতে পারবেন না, দলীয় কোন পদ-পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না এবং দলীয় নাম ভাঙ্গিয়ে কোন নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

সেই জায়গা থেকে জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই মেহেরপুর ত্যাগ করলেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, দলীয় ফোরাম ব্যবহার করে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিন সরাসরি দলকে ও কর্মীদের কে ভুল বুঝিয়ে। তিনি বলেছেন উপরের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা এই কাজটি করছি।

আশরাফপুরে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে যেই জনসভা করলো সেই জনসভাতেও দলের ব্যানারটা ব্যবহার করলেন এইভাবে দলীয় পদ-পদবি দিয়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইলেন আমরা একজায়গায় হয়েছি।

দুজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাদের ইউনিয়ন পরিষদের পিবিসিএস ব্যবহার করলেন। একজন হলেন বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান । তিনি তার পিবিসিএস ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করে আইন লঙ্ঘন করে তিনি তার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় একটি প্রার্থীর পক্ষে প্রচার প্রচারণার জন্যে তিনি ব্যবহার করলেন।

আরেকজন হচ্ছে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি তার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় কে ব্যবহার করলেন নির্বাচন কেন্দ্র হিসেবে। যা এইসব নিয়ে আমার প্রিয় নেতার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই।

আজকে আমার প্রতিপক্ষরা বিভিন্নভাবে ভয় ভীতি, হুমকি, ভোটারের এজেন্ট রাখবো না, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে দেবো না বলে হুমকি দিচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, পাঁচ বছরের জন্য মানুষ তাকে ভোট দিয়ে আমদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছিলেন কিন্তু তিনি মামলা করে দীর্ঘদিন চেয়ারম্যানের পদ দখল করে রেখেছিলেন।

তিনি ১৩ বছর স্বৈরাচার চেয়ারম্যান ছিলেন। কারণ হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে যদি না আসে তাহলে বুঝে নিতে হবে তিনি স্বৈরাচার হয়ে গেছেন। আমরা সেই স্বৈরাচারের যুগে ফিরতে চাই কিনা?

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ করেছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো: ওয়ালিউল্লাহ। গত শুক্রবার এক জরুরী চিঠিতে এ শোকজ করা হয়েছে।

শোকজে বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ এর (ঘ) এবং বিধি ৩১ অনুযায়ী “প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না”। তারপরও আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামে নির্বাচনি মতবিনিময় সভায় কর্মী-সমর্থকরা আপনার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণাকালে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন যা গত ৩ মে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক) ভাইরাল হয়েছে। যা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮ (ঘ) ও ৩১ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮(ঘ) ও ৩১ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার লিখিত জবাব আজ শনিবার বিকাল ৪টার মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিসার, মেহেরপুর ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উল্লেখ্য, গত ২ মে আশরাফপুর গ্রামে এক নির্বাচনী প্রচারণায় চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের প্রতিক মোটরসাইকেল ছাড়া কোন প্রতিকে সিল মারা যাবে না এবং কোন প্রতিকের এজেন্ট থাকতে পারবে না বলে হুমকিস্বরুপ বক্তব্য দেন মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রীর মেজ ভাই ইকবাল হোসেন বুলবুল।

মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আসন্ন সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের মটরসাইকেল মার্কার সমর্থনে নির্বাচনী মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার (২ মে) বিকেলে আশরাফপুর বাজারে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোরদ্দীন মনোর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল।

সম্মানিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান, সেলিম রেজা, মতিউর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নুর ছেলে সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এসময় শহর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হায়দার আলী, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত,

বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আলমগীর হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাব্বারুল ইসলাম, জেলা ছাত্র লীগের দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় চেয়ারম্যান প্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলমের গণসংযোগ ও পথসভা

আসন্ন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এস.এ.এম জাকারিয়া আলম আওয়ামী লীগের দলীয় সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে পথসভা,লিফলেট বিতরণ ও ব্যাপক গণসংযোগ করেছেন।

তিনি আজ বুধবার (১ মে) বিকেলে উপজেলার বিকেলে নাটদহ ইউনিয়নের হেমায়েতপুর চারুলিয়া সদরপুকুর জগন্নাথপুর আটখবর বিভিন্ন বাজারে যেয়ে সর্বস্তরের মানুষের নিকট দোয়া আশীর্বাদ ও সমর্থন চেয়ে পথসভা,লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন।

পথসভা,লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলম বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘদিন পারকৃষ্ণপুর – মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। এবার দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছেনা। এ কারণে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আগামীতে মানুষের সেবা করার সুযোগ চেয়ে প্রার্থী হয়েছি। আমি আপনাদের দোয়া ও অকুণ্ঠ সমর্থন প্রত্যাশা করছি। জীবনের শেষ সময়েও যেন আপনাদের সাথে পাশে থাকতে পারি। আশাকরি আপনারা আমাকে নিরাশ করবেন না।

আগামী ০৮মে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাচনে উপজেলার সকল ভোটারদের কাছে মোটরসাইকেল প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন। দামুড়হুদা উপজেলা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

গাংনী উপজেলা নির্বাচনে বিএনপির একসহ ১০ চেয়ারম্যান প্রার্থী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে এক বিএনপি নেতাসহ চেয়ারম্যান পদে ১০ জন, মহিলা ভাইস চেয়ার্যান পদে ৩ জন এবং ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) পদে ৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক এমপি সাহিদুজ্জামানের স্ত্রী লায়লা আনজুমান বানু শিলা, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. এ কে এম শফিকুল আলম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেসুর রহমান মুকুল, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. রাশেদুল হক জুয়েল, জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, জেলা যুবলীগ সদস্য ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম মিয়া, সাবেক সেনা সদস্য মহিবুল ইসলাম মুকুল জোয়ার্দার ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো মনোনয়নপত্র জমা দেন।

পড়ুন মেহেরপুরে সদর ও মুজিবনগরে চেয়ারম্যান পদে ৯ জনসহ ১৮ প্রার্থী

এছাড়া মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও সাবেক ছাত্রনেতা জাকিয়া আল্পনা, গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমনা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা মহিলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ফারহানা ইয়াসমিন ও নাসিমা খাতুন।

এছাড়া পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন মিঠু, ফারুক হাসান ও রেজাউল করীম দেওয়ান তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার কামরুল হাসান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে চেয়ারম্যান পদে ৯ জন, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ৩ ও পুরুষ ভাইসচেয়ারম্যান পদে ২ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী বিজয়ী

গত ১১ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে জেলা পরিষদে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এম হারুনর রশীদ।

বেসরকারী ফলাফলে তিনি পেয়েছেন ৪৭৮ ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আওয়ামী লীগ মনোনিত সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস পেয়েছেন ৪৬৩ ভোট। জেলা পরিষদে মোট ৯৫৪ ভোটের মধ্যে ৯৪১ ভোট পোল হয়েছে।

সোমবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে কঠোর নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ উৎসবমূখর পরিবেশে বিকাল ২টা পযর্ন্ত জেলার ৬টি উপজেলায় ৬টি ভোট কেন্দ্রের মাধ্যমে এভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কেন্দ্রে ভোট গ্রহন বিলম্বিত হওয়ায় ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম এবং পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

কুষ্টিয়ায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে

ভোট চাইলেন তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দ

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে সরকারের চলমান উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান এর আনারস প্রতীকে ভোট চাইলেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের নেতারা।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান এর পক্ষে আনারস প্রতীকে ভোট চান। এসময় লিফলেট বিতরনসহ ভোট প্রার্থনা করেন তাঁরা।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন , সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ , সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সংসদ নির্বাচনের মতো কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করুন। তাহলে জেলা পরিষদ এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে।’